বিশ শতকে ফোকলোর চর্চা : কয়েকটি পরিসর

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

অনুচিন্তন

দ্রুত নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের ফলে লোকসংস্কৃতির রূপ হঠাৎ পাল্টাতে শুরু করল। বিশ শতকে পৌঁছেই যে ব্যাপারট ঘটল তা হয়, তবে প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হল। বিশেষত পাশ্চাত্যে। তাত্ত্বিকেরা দেখলেন, উনিশ শতকে 'লোকসংস্কৃতি' বলতে তাঁরা যা বুঝতেন তাকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। বাস্তবতাকে মেনে নেওয়াও চর্চার একটি দায়। সেই দায় থেকেই তাত্ত্বিকদের বিপত্তির শুরু। তখন তাঁরা নির্মাণ করেন নানা তত্ত্ব। না হলে চর্চা তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়। সেই বোধ ও বুদ্ধি থেকেই বিশ শতকের ফোকলোরচর্চায় নতুন নতুন সব পরিসর আবিষ্কৃত হল, যা প্রমাণ করে লোকসংস্কৃতিচর্চা এখন বাধ্যত বহুমুখী।

সূচক শব্দ: ফোকলোর, লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জনসংস্কৃতি, লোকশিল্প, শঙ্খ।

আঠারো শতক বা তারও আগে থেকে সচেতন বা অবচেতনভাবে যে 'লোকসংস্কৃতি'র প্রতি মানুষের আগ্রহের সূত্রপাত, যা অনেকটাই সংহত হয়েছিল উনিশ শতকে এসে এবং অবশ্যই ইউরোপে, তা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বিশ্বে।[১] কিন্তু তারপর লোকসংস্কৃতিচর্চায় নানা তত্ত্ব পদ্ধতির সাহায্যে যেমন নতুন নতুন সব দিশা দেখতে পাওয়া গেল, তেমনি লোকসংস্কৃতিচর্চায় নতুন নতুন পরিসরও আবিষ্কৃত হল। 'ফোকলোরিসমাস', 'আরবান ফোকলোর', 'পাবলিক ফোকলোর', 'মেটাফোকলোর' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত।

'ফোকলোরিসমাস' অভিধাটি জার্মানের লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দ্ধ হ্যান্স মোজারের। প্রস্তাবিত হয়েছিল ১৯৬২-তে। এর বাংলা অনুবাদ 'কেন্দ্রচ্যুত লোকসংস্কৃতি'। এই প্রক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানকে তাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে অন্যত্র ব্যবহার অথবা প্রয়োগ করা হয়। জনৈক গবেষক লিখছেন : ব্যাপক শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং বাণিজ্যিক প্রভাবে লোকসংস্কৃতির রূপ আজ অনেকটাই পাল্টাচ্ছে। ইউরোপীয় সমাজে এই প্রক্রিয়াটি লক্ষ করে মোজার অভিধাটি তৈরি করেন। বিশেষ কোনো লোকগান অথবা লোকনৃত্য যে 'Context' (পরিবেশ-পরিস্থিতি)-এ পরিবেশিত হয় সেখান থেকে তাকে সরিয়ে এনে বাণিজ্যিক কারণে পরিবেশন করা হচ্ছে অন্যত্র, লোকশিল্প ইত্যাদিকে আনা হচ্ছে বাজারে বিক্রির জন্য, তৈরি করা হচ্ছে 'চাহিদা'।[২]

কিন্তু তার ফলে কি 'লোকসংস্কৃতি' বিকৃত হবে না? ঐতিহ্য কি বিপন্ন হবে না নতুনতর সংস্কৃতির আগমনে, ডরসন যাকে বলেছিলেন 'Fakelore'?

ডরসন যতই না কেন চিন্তিত হন, "পরিবর্তন প্রক্রিয়া কিন্তু ক্রমেই বাস্তব হয়ে উঠছিল স্বীকার করতে হবে। গ্রাম-শহরের তফাৎ কমছে, ঐতিহ্য পাল্টাচ্ছে, নতুন ঐতিহ্য তৈরি হচ্ছে। 'ফোকলোরিস্‌মাস'-এর চর্চা সেই বাস্তব পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েই।"[৩]

জার্মান তাত্ত্বিক হারমান বসিংগার তাই যেমন জোরালো ভাবে এই তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তেমনি রেজিনা বেনডিক্স তাঁর গ্রন্থে[৪] এই তত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ রুশ তাত্ত্বিকদের প্রস্তাবিত 'ফোকলোরিজম্'[৫]-এর সঙ্গে হ্যান্স মোজার প্রস্তাবিত এই 'ফোকলোরিসসাস'-এর তুলনামূলক আলোচনাতেও রত হয়েছেন।

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামসদয় কলেজ, অতিথি অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কাকে বলে 'ফোকলোরিজম'? এর উদ্ভব হয়েছিল রাশিয়ায়, 'ফোকলোরিসমাস' তত্ত্ব উদ্ভবের অন্তত তিরিশ বছর আগে। রাশিয়ার মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা মনে করতেন, 'লোকসংস্কৃতি' শ্রেণিসংগ্রামের অস্ত্র, অতএব সমাজ-সংগঠনে বা তার পরিবর্তনে 'লোকসংস্কৃতি'কে প্রয়োগ করা জরুরি। কিন্তু সেদিক থেকে 'ফোকলোরিসমাস'-এর তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। 'ফোকলোরিসমাস'-এর সঙ্গে বাণিজ্যিক দিকটি অঙ্গাঙ্গি জড়িত।

তো এই 'ফোকলোরিজম্' / 'ফোকলোরিসমাস'-এর তত্ত্ব নিয়ে যখন প্রচণ্ড হৈ চৈ শুরু হল তখন রক্ষণশীল লোকসংস্কৃতিবিদ্‌রা প্রচার করতে শুরু করলেন, এতে 'খাঁটি-মেকি' লোকসংস্কৃতির মধ্যে তফাৎ করাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অতএব 'বিশুদ্ধ' লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রশ্ন তুলে তাঁরা এই তত্ত্ব বা ধারণাকে নাকচ করতে চাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতেই হল পরিবর্তিত অবস্থাকে। রেজিনা বেনডিক্স লিখেছেন :

"…folklorists were awakening to issues of economic commodification and political manipulation of expressive culture. Hans Moserós catchy definition of folklorism as òsecond hand floreó captures the alienation from the òreal thingó implied in the term. Indeed– the discourse on authenticity– foreing debators to recognize the constructed nature of folk cultural authenticity itself."[৬]

বাংলার প্রেক্ষাপটেও বিষয়টি বিচার করলে দেখব, লোকশিল্প-কারুশিল্পকে আজ আনা হচ্ছে বাজারে, জনপ্রিয় করার জন্য তার আঙ্গিক এবং 'Content'-এ ঘটানো হচ্ছে পরিবর্তন। এমনকি এই পরিবর্তন যে সবসময় বিশেষ ওই শিল্পগোষ্ঠীর মানুষজন সম্পন্ন করছেন তা নয়, করছেন সাধারণ জনগণও।

তবে কি 'লোকসংস্কৃতি' তার 'লোকপরিসর' ছেড়ে ক্রমে 'জন পরিসর'-এ প্রবেশ করতে চাইছে? 'লোকসংস্কৃতি' শেষ পর্যন্ত 'জনসংস্কৃতি'-তে (Mass Culture) রূপান্তরিত হবে না তো? কিংবা 'জনপ্রিয় সংস্কৃতি'তে, যাকে বলে 'Popular Culture'?

সেদিন এইরকমই একটি আশঙ্কার কথা পড়ছিলাম আমার বন্ধুর একটি লেখায়। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত চোংড়া গ্রামের কাঁসাই নদীর তীরে স্বনির্ভরতার সুযোগ এনে দিচ্ছে ঠোঙা তৈরি থেকে শুরু করে শোলার গয়না, চাঁদমালা, ডোকরা, শঙ্খশিল্প, মৃৎশিল্প, গয়নাবড়ি পর্যন্ত! সেখানকার মেয়েরা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, তাই চলছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজ, সংগঠিত করা হচ্ছে মহিলাদের। এইসব সংবাদ দেখে শুনে কেউ কেউ মনে করছেন, তাহলে তো এসব আর ঘরের বস্তু রইল না? হজমিগুলির শিশির পাশেই যদি দেখি গয়নাবড়ির প্যাকেট, তখন তো বলতেই হবে- গয়নাবড়ির ঘরানা 'লোকপরিসর' ছেড়ে ক্রমশ 'জনপরিসর'-এ (পড়ুন Cottage industry) ঢুকে পড়ল।

হ্যাঁ পড়ল। কারণ বদলটি এখন প্রায় অনিবার্য।

অনিবার্য এইজন্য, যাবতীয় লোকশিল্পের উদ্ভব একদিন হয়েছিল দৈনন্দিন যাপনের প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকে, তারপর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা। প্রয়োজনভিত্তিক শিল্পকলা প্রয়োজনের তাগিদ হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে কমতে পারে বা তার গুরুত্ব বিলুপ্ত হতে পারে। সেজন্যই পোড়ামাটির তৈরি দেবদেবীর তুলনায় এখন পোড়ামাটির গহনা তৈরিতে মৃৎশিল্পীদের নজর বেশি। প্রথাগত পদ্ধতিতে তৈরি শঙ্খের তুলনায় মানুষ এখন একই শাঁখকে শাঁখ,

পেপারওয়েট, ছাইদানি ইত্যাদি নানা কাজের উপযোগী রূপে পেতে বেশি আগ্রহী। ফলত লোকশিল্পের ঘরানা, তার নন্দনতত্ত্ব, গঠনশৈলী ইত্যাদিতে এসে যাচ্ছে রুচির আমূল বদল।

এবং অনেকটাই বাণিজ্যিক কারণে।

এসব দেখে শুনে কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হতেই পারেন, হতে পারেন তার কারণ এতে ঐতিহ্যে অবহেলার প্রশ্ন ওঠে, প্রশ্ন ওঠে খাঁটি মেকি লোকসংস্কৃতি নিয়ে।

সেই দায় থেকেই জার্মান লোকসংস্কৃতিবিদ্ হ্যান্স মোজার ১৯৬২-তে প্রস্তাব করেছিলেন 'Folklorismus'-এর তত্ত্ব। এই তত্ত্ব যেমন রক্ষণশীল লোকসংস্কৃতিবিদ্দের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আঘাত হানল, তেমনি লোকসংস্কৃতিচর্চায় খুঁজে পাওয়া গেল নতুন দিশা। 'ফোকলোরিসমাস' হল সেই তত্ত্ব, যেখানে লোকসংস্কৃতির কোনো উপাদানকে তার নিজস্ব পরিবেশ বা 'Context' থেকে সরিয়ে এনে, বা তার নকল করে, কিংবা ইচ্ছানুযায়ী তার রূপের বদল ঘটিয়ে যে কেউ তার পুনর্নির্মাণে উদ্যোগী হন, হতে পারেন।

কিন্তু তাতে কী লোকসংস্কৃতির 'শুদ্ধতা' বজায় থাকবে, যাকে বলে 'Authenticity'? খুব ভেবে চিনতে দেখতে গেলে অবশ্য বলতে হয়, কোনো সংস্কৃতির 'বিশুদ্ধ' রূপ বলে কিছু হয় না। 'ছৌ'-এর তিনটি পাঠ বা 'Text'। কোন্ রূপটি খাঁটি বা শুদ্ধ, - সে প্রশ্ন কী আমরা তুলি?

অনেকে আবার এমন কথাও বলেন, ঐতিহ্য যদি পরম্পরাগত বা ধারাবাহিক হয় তাহলে তাকে ধরে রাখারই বা প্রশ্ন ওঠে কেন? কেন তার হারিয়ে যাওয়ার ভয়? তাহলে কী ঐতিহ্যের অন্য কোনো তাৎপর্য আছে? সত্যি কী তার অনেক কিছু হারিয়ে যায়?

ঠিক যায় না, বরং বলব পুরানো ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ ঘটে।

ডরসন কথিত 'Fakelore'-এর তত্ত্বকে তাই উড়িয়ে দিলেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম, বললেন- ঐতিহ্যের কোনো কিছু হারিয়েও যায় না, বিকৃত বা নষ্টও হয় না, - সম্প্রসারিত হয় মাত্র। 'ফোকলোরিসমাস'-এর তত্ত্ব সেই ভাবনারই ফল।

ঠিক সে-কারণেই আমরা লোকসংস্কৃতির যুগানুযায়ী পরিবর্তনকে প্রসন্নচিত্তে স্বাগত জানাই। শত পরিবর্তনেও তো 'লোকসংস্কৃতি' লোকসংস্কৃতিই থাকে। তার রূপসজ্জার কিছু অদলবদল হয় মাত্র। শঙ্খশিল্পের প্রথাগত মোটিফের পরিবর্তনে অথবা গঠনশৈলীর পার্থক্যে 'শঙ্খশিল্প' শঙ্খশিল্পই থাকে। হতে পারে, সেই শিল্প হয়তো অনেক সময় পরম্পরাগত 'শাঁখারি' সমাজ তৈরি করছেন না, পরিবেশন করছেন অন্য কেউ, তবু 'শাঁখ শাঁখই থাকে।

এই প্রসঙ্গে 'আরবান ফোকলোর'-এর প্রসঙ্গটিও বিচার্য। এই চর্চাতেও প্রথম সারিতে এগিয়ে এলেন হারমান বসিংগার। 'ফোকলোরিসমাস'-এর ধারণা উদ্ভবের সমসাময়িক সময়ে। তারও আগে অবশ্য কারো কারো রচনায় 'নগর-ফোকলোর' নিয়ে ইতিউতি শোনা গেছে। সেই ধারণাই এবার প্রকট হল বিশ শতকের ছ'য়ের দশকে এসে।

দেখা গেল, দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির রূপ অনেকটাই বদলাচ্ছে। কিন্তু নগর-ফোকলোরকে বুঝতে গেলে শুধু নগরে তার রূপান্তর প্রক্রিয়া, গ্রামীণ ফোকলোরের অবয়বে নগরায়ণের প্রভাব ইত্যাদিকে বুঝলেই হবে না, বুঝতে হবে শহর পরিবেশে উদ্ভূত নতুন নতুন ফোকলোরকেও। এর চমৎকার দৃষ্টান্ত

'কালীঘাটের পট'। পট আগেও ছিল গ্রামীণ এলাকায়, কিন্তু কলকাতায় এসে শিল্পীরা উনিশ শতকে যে কালীঘাটের পট আঁকলেন তা তো বিষয় এবং আঙ্গিকে সম্পূর্ণ নাগরিক। নগরচিত্র তুলে ধরাই তার একমাত্র লক্ষ্য। এছাড়াও শহরের পথে পথে কত ছড়া (দৃষ্টান্ত : হেটো ছড়া), ভোটের ছড়া, রঙ্গকথা, লোকশ্রুতি, কবিগান, যানবাহনের গায়ে লেখা নানা রকম লিপি (বন্ধুবর গৌতমকুমার দে যার নাম দিয়েছেন 'বাহনলিপি'), কার্টুন, প্রবাদ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত ক্যাম্পাস ফোকলোর, নগরের স্থাননাম ও কিংবদন্তি- এইসবই 'আরবান ফোকলোর' বা নাগরিক লোকসংস্কৃতির আওতাভুক্ত।

নাগরিক লোকসংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে জানতে হবে 'পাবলিক ফোকলোর'কেও। এর উদ্ভব আমেরিকায়। 'পাবলিক ফোকলোর'কে বোঝার জন্য দুটি উদ্ধৃতির উল্লেখ আমি যথেষ্ট বলে মনে করি :

> "Public folklorists are òin the business of mediating cultural representationsó and òThe American Public folklorists explain that they derive their expert knowledge and authority not only from folklore scholarship– but also from a growing body of experience and critical engagement with specific modes of cultural mediation. They are engaged in the representation of culture through professionally mediated performance– demonstrations and exhibitions."[৭]

২. "পাবলিক ফোকলোরের মূল লক্ষ্য হল লোকসংস্কৃতির নিজস্ব পরিবেশ পরিসরের বাইরে বৃহত্তর পরিবেশে তার পরিচয় উপস্থিত করা, তার অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে, তার তাৎপর্য সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা, তাকে জনপ্রিয় করে তোলা। বিশেষত যে দেশে, যেমন ভারত, যেখানে নানা জাতির বাস, নানা ভাষাভাষী সংস্কৃতির সহাবস্থান, সেখানে জাতীয় সংহতির উন্মেষে এই প্রচেষ্টা কার্যকরী হতে পারে।"[৮]

এসব ধারণার পাশাপাশি আবার রয়েছে 'মেটাফোকলোর'-এর ধারণা বা তত্ত্ব। এর মূল কথা 'Folkloristics statement about folklore'। এই 'Statement' যেমন 'Context' থেকে পাওয়া যেতে পারে, তেমনি অনেক সময় Text-এর মধ্যেই Text-এর ব্যাখ্যা লুকিয়ে থাকে, যাকে অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম বলেছেন 'Cultural Metafolklore'।[৯] দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি 'মাছের তেলে মাছ ভাজা', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে', 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো' ইত্যাদি প্রবাদগুলি উল্লেখ করেছেন। এগুলি বস্তুত বাঙালির সাংস্কৃতিক অভ্যেস, সেই 'Context'-ই এখানে ঐত্রঅষ্ঠঁকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

এছাড়াও আছে আরও এক ধরনের 'মেটাফোকলোর', যেখানে মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে একই প্রবাদকে ভিন্ন ভিন্ন Situation অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়। মেটাফোকলোরের একটি সংজ্ঞায় তাই বলা হয়েছে :

> "Folklore can be understood to mean the conception of a culture has of its own folklore communication as it is represented in the distinction of form the attributions of appropriateness of their application in various culture situation."[১০]

অধ্যাপক মযহারুল ইসলামের রচনা থেকে এর একটি দৃষ্টান্ত চয়ন করা যাক[১১]:

ভাতারের নাই আদর

মুখে দেয় চাদর।

প্রবাদটির মূল অর্থ হল, ভাতার বা স্বামী যাকে ভালোবাসে না তেমন স্ত্রীর মুখে চাদর দেওয়া বা ভালো পোশাক পরার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এই প্রবাদটিই যখন কলহরতা দুই মহিলার মাঝখানে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ অন্যরকম হতে পারে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ললহরতা এক মহিলা অন্যজনকে বলতে পারে :

ভাতারের নাই আদর

মুখে এক্কেয় চাদর

জঙ্গলের বাইরে য্যান এক ঘুরে বেড়ায় বাঁদর।

প্রবাদটির মূল ব্যবহারিক অর্থ এখানে পালটে গেল না বটে, কিন্তু মূল প্রবাদটির অর্থ আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হল। মূল প্রবাদটির সঙ্গে এই যে তৃতীয় পংক্তির সংযোজন, এটিই মেটাফোকলোর। এটি ফোকদেরই নিজস্ব সংযোজন বা আবিষ্কার। মূল প্রবাদের এটি Comentry বা interpretation। কেউবা বলেছেন 'Metafolkloric Text'।

বাংলা প্রবাদ থেকে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

মাকড় মারলে ধোকড় হয়।

এটি মূল প্রবাদ। এর সঙ্গে কোথাও কোথাও দ্বিতীয় বাক্যের সংযোজন লক্ষ করা যায়, যে সংযোজনে মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে পরিস্থিতি অনুযায়ী তার ব্যঞ্জনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে:

মাকড় মারলে ধোকড় হয়।

চালতা খেলে বাকড় হয়।।

এই দ্বীতীয় বাক্যটি মেটাফোকলোরের দৃষ্টান্ত। এই শুধু অন্য একটি নিজস্ব নতুন অর্থের আবিষ্কারই নয়, দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের পরিপূরক বা বিশ্লেষকও বটে। মেটাফোকলোরিক প্রবাদ কেবল প্রবাদের ব্যবহারিক কার্যকারীতারই নমুনা নয়, সেই সঙ্গে তা রচয়িতাদের সৃষ্টিশীলতা বা সৃজনশীলতারও পরিচয়বাহী। এই ধরনের আরও একটি প্রবাদ :

যদি হয় সুজন

তেঁতুল পাতায় নজন

বুঝে রাখো লোকজন।

প্রথম দুটি পংক্তিটি এখানে মূল প্রবাদ। এর অর্থ হল "সুজন হলে নয়জন ব্যক্তি একসঙ্গে একটি তেঁতুল পাতায় আহার করতে পারে। প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে আহারের। কিন্তু প্রবাদটি ভিন্ন স্থানে বাসগৃহ সম্পর্কেও ব্যবহৃত হতে পারে। ... আবার যদি নদীর ধারের ব্যক্তিরা এই প্রবাদটি ব্যবহার করে, তাহলে তারা বোঝাতে চাইবে সুজন হলে নজন ব্যক্তি একটি তেঁতুলপাতায় নদী পার হয়ে যেতে পারে।"[১২] কিন্তু সবশেষে প্রথম দুটি পংক্তির পরপূরক হিসেবে যে তৃতীয় বাক্যটি এসেছে তার অর্থ একটু অন্যরকম। সেখানে বন্ধুত্ব সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। মূল প্রবাদটি ব্যতিরেকে তৃতীয় বাক্যটিই এখানে 'মেটাফোকলোর'।

সূত্রপঞ্জি :

১. সৌগত চট্টোপাধ্যায়, 'লোকসংস্কৃতি ঠিক কোন্ সংস্কৃতি', তবু একলব্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, দীপঙ্কর মল্লিক সম্পাদিত, ২৬ বর্ষ- ৪১ সংখ্যা, ২০২১, ISSN- 0976-9463– UGC Care Listed Journal– SL. NO. 16, পৃষ্ঠা : ৫৫-৫৮ দ্রষ্টব্য।

২. সৌমেন সেন, 'লোকসংস্কৃতি : তত্ত্ব পদ্ধতি', অঞ্জলি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১০৪

৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : Bexdix– Rejina– òIn search of Authenticity - The Formation of Folklore Studiesó– Madison– The university of Wisconsin– 1997.

৪. Bendix– Rejina– ibid.

৫. আজাদভস্কি এই পরিভাষাটির প্রস্তাবক।

৬. Bendix– Rejina– ibid– Page - 107

৭. 'Journal of the American Folklore' (JAF)- 37S1V– Page- 19

৮. সৌমেন সেন, ঐ, পৃষ্ঠা : ১২৮

৯. মযহারুল ইসলাম, 'ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, সংস্করণ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা : ৪৮৬

১০. ওই, পৃষ্ঠা : ৪৮৮

১১. ওই, পৃষ্ঠা : ৪৮৮

১২. ওই, পৃষ্ঠা : ৪৮৯